আব্দুল্লাহ আল-মামুন ঃ রেখাপাতের মানুষ

পারভেজ চৌধুরী

আমার বাড়ী কিশোরগঞ্জ জেলায়। সেখানকার মানুষ বড়োবেশি সঙ্গীত প্রিয়, নাটক প্রিয়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নিয়ে ভীষণ অহংকার কিশোরগঞ্জের মানুষদের। সত্যজিৎ রায় নিয়ে গল্প উঠলে তো অহংকারে মাটিতে পা ফেলে না। কোনো এক ফাগুনের চন্দ্রগ্রস্থ রাতে, সোনালি পাত বিছানো জ্যোৎস্না পাবিত উঠানে বসে যখন আয়েশী আড্ডা হয় সারা দিন শ্রমে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত কণ্ঠে বেরিয়ে আসে পাখির চেয়েও মধুর মৈমনসিংহ গীতিকার মন কুড়ানি সুর। আর ফাঁকে ফাঁকে চলে 'বুজছুইন, টেলিভিশনের নায়ক আব্দুলাহ আল মামুন আমরার কিশুরগঞ্জে লেহাপড়া করছে'। শৈশবের বৃত্তে বন্দী অবস্থায় বাড়িতে একদিন মহাহুলস্থুল। হৈ হৈ কাণ্ড। নতুন অতিথি এসেছে। রক্তমাংসের নয়। যন্ত্র। তার নাম টেলিভিশন। যে উঠানে আলো মাখা আসর বসতো সেই উঠান দখল করেছে লাল রঙের বাক্স। যে উঠান চন্দ্রগ্রস্থ হয়ে মাতাল মহুয়া বন হয়ে উঠতো সেই উঠান থেকে তীব্র অভিমানে নিরুদ্দেশ হলো সারা দিনের ক্লান্ত গলার মন উদাস করা সুর। 'জলভর সুন্দরী কইন্য জলে দিয়া ঢেও।' কি শুক্লপক্ষ, কি কৃষ্ণপক্ষ কিছুই আর সেই উঠানকে স্পর্শ করে না। দল বেঁধে নিথর, নিঃশব্দে সবাই টেলিভিশন দেখে।

টেলিভিশন দেখা শুরুর প্রথমদিকে এক নাটকের অভিনেতাকে দেখিয়ে আমার বাবা জানিয়ে দিলেন এর নাম মামুন। তাঁর বন্ধু মানুষ। তারপর স্মৃতির নিপাট ভাঁজ খুলে কিছু গল্প শোনায়। অসীম বিস্ময় নিয়ে বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম। এওকি সম্ভব? আকাশের তারা কি কখনো মফস্বলের রক্তমাংসের নিভৃতচারী এক কবির বন্ধু হতে পারে? ধীরে ধীর আমাদের প্রাত্যহিকতা বদলে দেয় এই টেলিভিশন। খুলে যায় পৃথিবীর অন্য জানালা। নয়নতারা ফুলের সাথে যে বন্ধুত্ব ছিল তা ভুলতে থাকি ক্রমশই। মনে ও মগজে ভর করে তন্বী তারিণের প্রণয় মাখানো মুখ, হাসি, চোখ। প্রতি বিকেল প্রতি রাত বন্দী হতে থাকি বাক্সে বাক্সে। দিন রাত্রির পালা বদলে স্কুল পেরিয়ে কলেজ। স্বাধীনতার পাখা অনেক বাড়তে থাকে। কখনো কখনো ইকারুস হয়ে যাই। ডানা গলে গলে আবার ফিরে আসি ভূ-তলে। ময়মনসিংহে লাল ইটের আনন্দ মোহন কলেজ। কলেজ রোডের নীল রঙের গেইট। নানার বাড়ি। এক দেয়ালের পাশের বাসায় একদিন এক লোককে দেখে চমকে উঠি- আরে! আব্দুলাহ আল-মামুন! না ভদ্রলোকের নাম আব্দুলাহ আল হারুন। আব্দুলাহ আল- মামুনের চাচাতো ভাই অবিকল তাঁর মতো। ততোদিনে আব্দুলাহ আল-মামুনের প্রায় সব

প্রকাশিত নাটকের বই পড়ে ফেলেছি। ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমুল খাতির জমে যায় আমার। নানা বাড়ির পাশের বাড়ির মেয়ে জামাই তিনি।

সেখানেও আমি এক অদৃশ্য আব্দুলাহ আল-মামুনের টানা লক্ষণরেখায় বন্দী হয়ে যাই। ভূমিহীন চাষীর মতো কেবলই শব্দহীন সোনালি ঘণ্টা বাজিয়ে যাই। দুকূল ছাপিয়ে এক অবিরল স্বপ্ন ধারায় বুঁদ হতে থাকি। সিদ্ধান্ত নিয়ে নেই আমাকেও টেলিভিশনের প্রযোজক হতে হবে। কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। মৌমাছির মতো দল বেঁধে আমরা ক্যাম্পাসে চলতাম। ক্যাম্পাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দ, গোধূলী মদির শান্ত বিকালের দূরন্ত চৌরঙ্গী রেখে দিনের পর দিন সময় কাটাতাম নাটকে। নাটকের মঞ্চে। সেখানেও আমরা মঞ্চস্থ করেছি আব্দুলাহ আল-মামুনের একাধিক নাটক। পরিচয় ঘটে তাঁর সঙ্গে। আমার পরিচয় দেই। স্মৃতি খুঁড়ে বেরিয়ে আসে তাঁর বন্ধুর মুখ। শিহরণের আব্দুলাহ আল-মামুন একদিন মামুন ভাই হয়ে যায়। নাটকে তাঁর কর্মশালা করেছি। ক্যাম্পাসে মঞ্চায়ন করেছি তাঁর নাটক। উপচে পড়া স্বপ্ন জ্বলে উঠতো প্রতি পলে পলে। আমি টেলিভিশনের প্রযোজক হবো এটি জানিয়ে রেখেছিলাম তাঁকে। রোদ্রছায়া আলপনাময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কর্মজীবনে প্রবেশ। একুশে টেলিভিশন। সেও এক নকশা ঘেরা কাচের বাক্সে বন্দী। এক অনুষ্ঠানে মামুন ভাইকে ডাকলাম। এলেন। হাত বারিয়ে দিয়ে বললেন “অভিনন্দন, স্বপ্ন পূরণের”। আমি শাহজাদীর মতো হাসির নেকাব পরে বললাম, এই কথা আপনার মনে আছে? তারপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা কিংবা টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে।

ছোটবেলায় কিশোরগঞ্জ আজিমুদ্দীন হাইস্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী অথবা হিরকজয়ন্তীর একটি ম্যাগাজিনে আব্দুল-াহ আল-মামুনের ‘হিসাব মেলে না’ শিরোনামে একটি লেখা পড়েছিলাম। স্কুলের সাবেক কৃতী ছাত্র হিসেবে লিখেছিলেন। তিনি অঙ্কে কাঁচা ছিলেন। তাই ক্লাসে তাঁর অঙ্কের হিসাব মেলতো না ফলে বকুনি খেতে হতো শিক্ষকের। কিন্তু যাপিত জীবনের শ্রেণীকক্ষে এসেও দেখেন তাঁর অঙ্কের হিসাব মিলছে না। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি তাঁর সেই রাগি শিক্ষকের মনে পড়ার কথা লিখেছিলেন। মামুন ভাই, পৃথিবীটা এই রকমই। মৃত্যুর চাদরে জড়িয়েও আমি ফিরে এসেছি। মুগ্ধাবেশে হলদে পাতার বসন্ত ছোঁবো বলে। দু’কূল ছাপানো অবিরল জলধারায় শিল্পতরী ভাসাবো বলে। আর আপনি, আপনারা ছিলেন সেই স্বপ্নের এক জাদুকরী নকশিকাঁথা। থরে থরে সাজানো থাকা মায়াবী নদীর মতো।

এখন এই দুঃসময়ে, নিঃসঙ্গ সারেং হয়ে, আলোর সমুদ্রে জ্যোতির্ময় স্মৃতি ভাসিয়ে শেষমেশ আপনিও হলেন নিরুদ্দেশ!

কবি ও সাংবাদিক।